Loukik

Loukik
ISSN-2230-780X
Regn. No. WBBIL/2007/20156
Volume 11 (1+2) August 2016-July 2017

Office
13/C, Chanditala Lane, Kolkata-700040
Tel No. 91-033-24819210

Advisory Board
Prof Bela Das (Assam University)
Prof Abu Doyen (Jahangirnagar University, Bangladesh)
Prof. Md Jahangir Hossain (Rajsahi University, Bangladesh)
Dr Narayan Halder (Rabindra Bharati University)
Dr Subrata Paul (Ranchi Universitty)
Basari Mukhopadhyay, Retired Prof. Charuchandra College
Dr Pusa Boiragya, Rastraguru Surendranath College
Prof. Rajat Kishore Dey (Gaur Banga University)
Prof. Tapan Mandal (Diamond Harbour Women's University)

Editorial Board
Prof Barun Kumar Chakrabborty (Chairman)

Editor
Dr. (Smt.) Koel Chakraborty
Asst Ediors
Pabitra Kumar Mistri
Dr. Vyasdev Ghosh

Publisher & Printer
Dr. (Smt.) Koel Chakraborty
13/C, Chanditala Lane, Kolkata-700040
and
Printed at Akshar Prakasani
32, Beadon Row, Kolkata-700006

Price : 150.00

বিষয় সূচি

ধর্মীয় ভাবনার লোকউৎসব গাজন	মৃন্ময় ঘটক	১১
মুর্শিদাবাদের বেড়া উৎসব	অস্মিতা চ্যাটার্জি	১৭
বর্ধমান জেলার লোকউৎসব—সয়লা ও তার বৃত্তান্ত	নবনীতা সরকার	২৪
মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব 'বেরাভাসান'	বাসন্তী মণ্ডল	২৮
লোকউৎসবের আলোকে 'তিতাস একটি নদীর নাম'	প্রীতম মণ্ডল	৩২
লোক-উৎসব : শহর কলকাতার আঙিনায়	ভাস্কর দাশগুপ্ত	৩৫
জিয়ারা মা ও তার উৎসব	ব্যাসদেব ঘোষ	৩৯
এলাচীর রক্তানগাজীর মেলা ও উৎসব	শেখর রায়	৪৩
লোক উৎসব—"চাঁড়ালখালির হরিমেলা"	সুমিতা মণ্ডল	৪৬
উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আদিবাসী সমাজে প্রচলিত লোকউৎসব	সুমন চ্যাটার্জী	৪৯
শাঁখারির মেলা	গৌতম নন্দী	৫৫
দিদি ঠাকরুন : একটি লোকউৎসব	তড়িৎ মণি	৫৯
বাঘ আচড়ার বাগদেবী আরাধনা	প্রভাস মজুমদার	৬২
"দেবীর রূপান্তর : মালদহের জহরাচণ্ডী"	গার্গী মুখোপাধ্যায়	৬৪
বাঙালির সর্বজনীন লোকউৎসব : নবান্ন	জাহাঙ্গীর হোসেন	৬৮
ধাওয়েল গ্রামের অগ্নিউৎসব	মুক্তি ভুইমালী	৭৭
প্রকৃতির পূজা—করম উৎসব	কাকলি ভট্টাচার্য	৮২
টুসু উৎসব	প্রীতি কর্মকার	৮৯
মালদার সাহা পরিবারের লোক উৎসব ও সম্প্রীতি		
ভাবনা : প্রসঙ্গ কার্তিক পুজো ও মেলা এবং নবান্ন উৎসব	প্রিয়াঙ্কা মৈত্র	৯৪
ময়নার রাস উৎসব ও অন্যান্য মেলা	সুমনকুমার গাঁতাইত	৯৯
মালদা জেলার লোকোৎসব	শচীন্দ্রনাথ বালা	১০৪
হরি পূজা : একটি লোক উৎসব	পবিত্রকুমার মিস্ত্রী	১০৯
"লোক উৎসব-পৌষ পার্বণ"	মনোজ নস্কর	১১২
পুণ্যভূমি রামকেলি : এক ঐতিহাসিক মহামিলন ক্ষেত্র	দেবব্রত রায়	১১৫
সতীমার দোলের মেলা	সুজিত শিরোমণি	১১৭
ফুলিয়ার ভূতের মেলা ও ভূত পুজো	সুব্রত দাস	১২২
লোক উৎসবের নিরিখে পৌষ পার্বণ	তনিমা হাজরা	১২৫
সংস্কৃত সাহিত্যে উৎসব ও আমোদপ্রমোদ	বিবেকানন্দ কাঞ্জিলাল	১২৮
বাথুয়াড়ীর ফলহারিণী কালীপূজার মেলা	দেবরুদ্ধ বাগ	১৩১

হরি পূজা : একটি লোক উৎসব

পবিত্রকুমার মিস্ত্রী

Formalised Folklore বা উপাদান বিযুক্ত লোক সংস্কৃতির একটি অংশ হলো লোক উৎসব (Folk Festival)। আমরা অর্থাৎ বাঙালিরা উৎসব প্রিয় জাতি। বছরভর নানান রকম আনন্দ উৎসবে মেতে থাকা বাঙালির চিরকালীন রীতি। কথাতেই আছে—বাঙালির বারো মাসে তের পার্বণ। বর্তমান সময়ে বারো মাসে চব্বিশ পার্বণ বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। চিরাচরিত দুর্গা পূজা, কালী পূজা, লক্ষ্মী পূজা, ঈদ প্রভৃতির পাশাপাশি বর্তমান দিনে ঘুঁটে উৎসব, মাটি উৎসব প্রভৃতির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। আসলে বর্তমানে মানুষের কর্ম ব্যস্ততা আগের তুলনায় বহুগুণ বেড়েছে। একটানা কাজের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে এই সব ছোট-খাট উৎসব অনুষ্ঠানে মানুষ ভিড় জমাচ্ছে। এছাড়াও মানুষের আর্থিক অবস্থাও ভালো হয়েছে আগের তুলনায়, ফলে ক্রয় ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। এর ফলশ্রুতিতে ছোট-খাটো উৎসব ক্ষেত্রও মানুষের যোগদানে গমগমে হয়ে উঠছে। বলা যায় লোক উৎসবগুলি ক্রমশ লোকপ্রিয় হয়ে উঠছে। বর্তমান নিবন্ধে চব্বিশ পরগণার এমনই একটি লোক উৎসব আলোচিত হবে।

সরস্বতী পূজার ৯ দিন পরে মাঘি পূর্ণিমায় হরিপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা হয় একদিনই, কিন্তু পূজার আগে ও পরের দিন অর্থাৎ মোট তিন দিন উৎসবের আবহ থাকে। পূজার আগের দিন অর্থাৎ চতুর্দশীতে অষ্টমপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন হয়। শীতের অন্তিম লগ্নে প্রাক বাসন্তিক সন্ধ্যায় হালকা শীতের আমেজে গ্রাম-বাংলার ধর্মপ্রাণ মানুষ আগের দিন মন্দির প্রাঙ্গণে এই নাম গান পূজার আবহটাই তৈরি করে দেয়। নামগান শেষ হয় পূজার দিন সকাল বেলা। নাম গান শুরু হওয়ার দিন অর্থাৎ চতুর্দশীর সকালে মন্দিরে দেবতার মূর্তির সামনে জলপূর্ণ ঘট স্থাপন করা হয়। পরের দিন পূজা শেষ হলে সন্ধ্যা বেলা ঘট তুলে ফেলা হয়। ঘট বসানো থেকে ঘট ওঠা পর্যন্ত সময় মন্দিরের পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন নিরামিষ খায়। পূজার এই সময়টুকু ভক্তিপ্রাণ মানুষ, মাছ মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকে। জীব হত্যা না করে শুদ্ধ চিত্তে দেবতার পায়ে অঞ্জলি দিতে চায়।

সর্বজনীন এই পূজার আয়োজন শুরু হয় পূজার প্রায় মাস খানেক আগে থেকে। সুষ্ঠু ভাবে পূজা পরিচালনা করার জন্য একটি পরিচালন সমিতি গঠন করা হয়। এলাকার প্রবীণ মানুষেরা উপদেষ্টা মণ্ডলীতে থাকেন। এছাড়াও সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি পদে দায়িত্ববান মানুষেরা আসীন থাকেন। তবে পূজায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে চাঁদা আদায়কারী যুবক সম্প্রদায়। চাঁদা আদায়ের দলে দু-একজন মধ্যবয়স্ক এলাকার প্রিয় পরিচিত মুখকে রাখা হয়, যাতে তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে যত বেশি সম্ভব চাঁদা আদায় করতে পারেন। চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে নগদ টাকার পাশাপাশি চাল নেওয়ারও প্রচলন আছে। অনেক বাড়িতে বাটি ও গ্লাসে চাল দিয়ে চালের উপর একটি আলু বা

অন্য যে কোনও শস্য দেয়। অতি সম্প্রতি বেশি পরিমাণ চাল নেওয়ার একটি পদ্ধতি চালু হয়েছে। এলাকার অবস্থাপন্ন বাড়ি থেকে এক কলসি ভর্তি চাল পূজা কমিটি আশা করে বা নেওয়ার চেষ্টা করে। সবাই যে দেয় তা নয়, তবে বেশির ভাগ বাড়ি থেকে এটা আদায়ের চেষ্টা করে চাঁদা আদায়কারীরা। আর একবার এই কলসি ভর্তি চাল দিলে কমপক্ষে পরপর তিন বছর এটি দিতে হবে, সেই হিসাবে পূজার পর যে যার কলসি ফেরৎও পান।

চাঁদা আদায় করতে গিয়ে গ্রামের মানুষের মানসিকতা সহজেই বুঝে নেওয়া যায়। সাধারণত সবাই যত কম চাঁদা দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করে। বিশেষত চাল দেওয়ার ক্ষেত্রে। বাড়ির সবথেকে ছোট বাটি বা গ্লাসটি ব্যবহার করেন, যেটি হয়ত বছরভর অন্য কাজে ব্যবহৃতই হয় না। কেউ বড় পাত্রে দিলেও তার নীচে পড়ে থাকে চাল। খুব কম বাড়ি থেকে পাত্রপূর্ণ করে চাল পাওয়া যায়। যাইহোক, এই চাল, আলু অনেক সময় পূজার প্রসাদ রাঁধার কাজে ব্যবহৃত হয়, আবার এগুলি বিক্রি করে পাওয়া অর্থ পূজার কাজে লাগানো হয়। মন্দিরের মূল বেদিতে রাধা-কৃষ্ণের মূর্তির অধিষ্ঠান। পাশে গৌর-নিতাই। পূজার দিন সকাল থেকে মানতকারীরা দূর দূরান্ত থেকে মন্দির প্রাঙ্গণে মানত নিয়ে হাজির হন। কেউ ডালা ভোগ, কেউ মালসা ভোগ, আবার কেউ বা গৌর-নিতাইয়ের মূর্তি নিয়ে হাজির হন। সকাল থেকে সারা দিন জুড়ে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অনেকে আবার তাঁর আপনজনদের বা সন্তানের ওজনের সম-পরিমাণ ভোগ মানত করেন। এঁরা মূলত বড় বড় ধামা বা বাজরাতে করে ফল-মূল ডাব, বেল প্রভৃতি আনেন।

পূজার দিন সকালে মন্দির প্রাঙ্গণের মাইকের আওয়াজে এলাকাবাসীর ঘুম ভাঙ্গে। পুরোহিতের আসা, অঞ্জলি দেওয়ানো প্রভৃতি বিষয়গুলি মাইকের ঘোষণা অনুযায়ী গ্রামবাসীরা জানতে পারে। অঞ্জলি শুরু হওয়ার আগে বার বার করে অঞ্জলি দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মাইকে ডাকা হয়। পুরোহিত মশাই সকাল থেকে প্রায় সারা দিনই মন্দিরে থাকেন। যে যখনই পূজার ডালা নিয়ে আসে পুরোহিত মশাই মন্ত্রোচ্চারণে সেগুলি দেবতার পায়ে নিবেদন করেন।

পূজার মূল অনুষ্ঠানটি সকালে হলেও জাঁকজমক হয় মূলত বিকাল বেলা। বিকাল বেলা পূজা শেষ হওয়ার পর পূজার থানে বসানো ঘট মাথায় করে মন্দির প্রদক্ষিণ করা হয়। জলভরা ঘটের উপর আম্রপল্লব, ডাবের মুচি, গামছা প্রভৃতি জিনিস মাথার উপর সযত্নে ধরে প্রদক্ষিণ কারীরা মন্দিরের চারপাশে ঘোরেন। ঘট মাথায় করা ব্যক্তিরা লাইনের সামনে থাকেন, তাঁদের পিছু পিছু এক সঙ্গে অনেকে ঘট ওঠার গান গাইতে গাইতে মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। ঢাক, ঢোল, কাঁসর প্রভৃতি বাজতে থাকে। কেউ কেউ মন্দিরের চারপাশে দণ্ডীখাটে। প্রদক্ষিণ শেষে মন্দিরের সামনে ঘট ভেঙ্গে ফেলা হয়। ভাঙা ঘটের খোলা সযত্নে কুড়িয়ে নেন ভক্তবৃন্দ। মানুষের বিশ্বাস এই পবিত্র খোলা

বাড়িতে রেখে অসুখ-বিসুখের সময় এই খোলা ধোওয়া জল খেলে অসুখ সেরে যায়। মন্দির প্রদক্ষিণের পাশাপাশি মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত জনতার উদ্দেশে চলে 'হরিলুঠ'। হরি লুঠের বাতাসা, ফল-মূল ধরার জন্য কচিকাঁচাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বাতাসা, কদমা, লেবু, কলা প্রভৃতি হালকা জিনিস গুলি উপরে ছোঁড়া হয়। কিন্তু ডাব, নারকেল, বেল, বাতাবি লেবু প্রভৃতি ভারী ফলগুলি মাটিতে গড়িয়ে যথা সম্ভব দূরে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

হরিলুঠ শেষ হলে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে জনতার ঢল ক্রমশ মন্দির পার্শ্বস্থ মাঠে মেলার মধ্যে প্রবেশ করে। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত বাড়ার সাথে সাথে মেলায় সুসজ্জিত যুবক-যুবতীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। মেলায় সাজগোজের মনোহারী দোকান, খেলনার দোকান, খাওয়ার দোকান প্রভৃতি বসে। যুগের চাহিদা অনুযায়ী ফাস্টফুড ও ফুচকার স্টলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগের দিনের মতো ভাত-রুটির দোকান থাকে না বললেই চলে। ছবির দোকানে দেবতাদের ছবির তুলনায় বহুগুণ বেশি বিক্রি হয় সিনেমা ও সিরিয়ালের নায়ক-নায়িকাদের ছবি। মেলার একপাশে যাত্রা, সিনেমার প্যাণ্ডেল ও বিচিত্রানুষ্ঠানের স্টেজ বাঁধা হয়। দূর দূরান্ত থেকে আগত লোকজন মেলাতেই খাওয়া দাওয়া করে রাত্রে যাত্রা, সিনেমা, নাটক দেখে ভোরে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়। আগের তুলনায় বর্তমানে বিচিত্রানুষ্ঠানের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে সিনেমার কলাকুশলী সম্মিলিত বিচিত্রানুষ্ঠানে নামী দামি শিল্পীদের আনা হয়। অসচ্ছল কম আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন মেলাগুলিতে স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান, নাটক প্রভৃতির পাশাপাশি রাত বাড়লে অর্ধ-উলঙ্গ যুবক-যুবতীদের চটুল ভোজপুরী নাচ-গানও চলে রমরমিয়ে। মেলা থেকে অনতিদূরে অন্ধকারের মধ্যে হাঁড়িয়া, দেশি মদের আসর চলে। একই রকম ভাবে অল্প আলোর মধ্যে ফড়, জুয়ার আসর বসে।

উত্তর চব্বিশ পরগণার সবথেকে বিখ্যাত হরি পূজা হয় হিঙ্গলগঞ্জ থানার অন্তর্গত চাঁড়ালখালি গ্রামে। সীমান্তবর্তী এই গ্রামের হরিপূজার মেলায় মানুষের ঢল নামে। ওপার বাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকেও লোক আসেন এই মেলায়। সিনেমা জগতের বিখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠান এই মেলার বিশেষ আকর্ষণ। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে ঠিকই কিন্তু একটা সময়ে সুন্দরবনের প্রান্তবর্তী দুর্গম অঞ্চলের এই মেলায় হেলিকপ্টারে করে অনুষ্ঠান করতে গেছেন চলচ্চিত্র জগতের বিখ্যাত শিল্পীবৃন্দ।

বর্তমানে বিশ্বায়নের প্রভাব গ্রামে গঞ্জে সমান ভাবে পড়েছে। এই ধরনের লোক উৎসবে আগের তুলনায় বর্তমানে যে পার্থক্য চোখে পড়ে তা মানুষের কারণে এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতার সুবাদে।